"শুন শুন ভক্তগণ কথা পুরাতন।
রাঢ় দেশে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দোঁহে বড়ই দুঃখিত।
ব্রাহ্মণ সে দস্যু, জ্ঞান নাহি হিতাহিত।।
বন মধ্যে গিয়া চুরি ডাকাইতি করে।
ধন সব লুটে লয় লোকে মরে ডরে।।
রাজা টের পেল এই দুরিত ব্রাহ্মণ।
দস্যুবৃত্তি করি করে ধন উপার্জন।।
মহারাজ একদিন মহাক্রোধ করি।
লোক দিয়া লুটিল সে ব্রাহ্মণের বাড়ী।।
নিযুক্ত করিল গ্রামে চারিটি সেপাই।
কোনখানে ব্রাহ্মণের যেতে সাধ্য নাই।।
ভিখারী হইয়া ভিক্ষা করিবারে যায়।
দস্যু বলি' কেহ তারে ভিক্ষা নাহি দেয়।।
এখনে তাহাকে কেহ ভয় নাহি করে।
নির্ভয় হইল সবে দস্যু মরে ডরে।।
ব্রাহ্মণের ঘরে আর নাহি মিলে অন্ন।
'দূর দূর' করে সবে গেলে ভিক্ষা জন্য।।
উপায় নাহিক আর অন্ন নাহি পায়।
অন্ন বিনে দীর্ণদশা জীর্ণ-শীর্ণকায়।।
ব্রাহ্মণী কহিছে এবে 'উপায় কি করি।
অন্ন কষ্টে ইচ্ছা হয় ফাঁসি ল'য়ে মরি।।
ব্রাহ্মণ কহিছে তবে ব্রাহ্মণীর ঠাঁই।
'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ অদ্য আমি ভিক্ষা লাগি যাই।।
যদি ভিক্ষা নাহি পাই মরিব পরাণে।
শেষে তুমি প্রাণ ত্যজ মম মৃত্যু শুনে।।'
এতবলি দস্যু কাননেতে চলে গেল।
গলে ফাঁসি লয়ে দ্বিজ ঝুলিতে লাগিল।।
তাহা দেখি রাজদূত ফিরাইয়া আনে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহে দিল রাজা স্থানে।।
হুকুম হইল "এরা সাতদিন তরে।
বন্দীভাবে থাকিবেন রাজ কারাগারে।।
আর সাতদিন এরা বাটিতে থাকিবে।
রাজদূত সঙ্গে করি ভিক্ষা মেগে খাবে।।"
এইভাবে কষ্ট করে কালের হরণ।
জীয়ন্তে মরণ সম না হয় মরণ।।
কাঞ্চিগ্রামে এক বিপ্র বৈষ্ণব সুজন।
লীলাজী বলিয়া নাম প্রেম মহাজন।।
সেই গ্রামে বৈশ্য সাধু এক সদাগর।
সাধু বৈষ্ণবের সেবা করে নিরন্তর।।
বৈশ্য সাধু বাড়ী সাধু আসে আর যায়।
অন্য ঠাঁই ভ্রমি আসে সাধুর আলয়।।
সাধু বৈশ্য বৈষ্ণব সেবায় মন কৈল।
শত-শিষ্য সঙ্গে করি লীলাজী চলিল।।
দস্যু দুষ্ট বৃদ্ধ দ্বিজ ভেবেছেন মনে।
"এসব লোকেরে সাধু খেতে দেন কেনে?
পায়স পিষ্টক ঘৃত দুগ্ধাদি শালান্ন।
লুচি পুরি ছানা-দধি জলপান জন্য।।
মালা ল'য়ে সাধু হ'য়ে অঙ্গে করে ফোঁটা।
কি বুঝিয়া খেতে দেয় সদাগর বেটা?
এবে আমি সাধু হ'য়ে ভুলাইব লোক।
ভিক্ষা করি খেতে পা'ব পরিয়া তিলক।।"
লীলাজী যাইতে পথে দস্যু ধরে পায়।
বলে "প্রভু এক ছড়া মালা দেও আমায়।।"
লীলাজী বলেন "তোর মালাতে কি কাজ।"
দস্যু বলে 'সাধু হ'ব ল'ব সাধু সাজ।।'
হাসিয়া দিলেন সাধু এক খণ্ড মালা।
ব্রাহ্মণ বলেন, মোর গেল ঘুচে জ্বালা।।'
মালাটি লইয়া গলে লইলেন ফোঁটা।
চুল ফিরাইয়া সাথে বাঁধে উভ ঝুটা।।
'হরি হরি' বলি ছাড়ে ঘন ঘন ডাক।
সদাগর ভবনেতে দিল গিয়া হাঁক।।
সদাগর ভাবিলেন দস্যু এ ব্রাহ্মণ।
এর যদি হ'য়ে থাকে হরিনামে মন।।